গানের গ না জানা

কিশোরকুমার

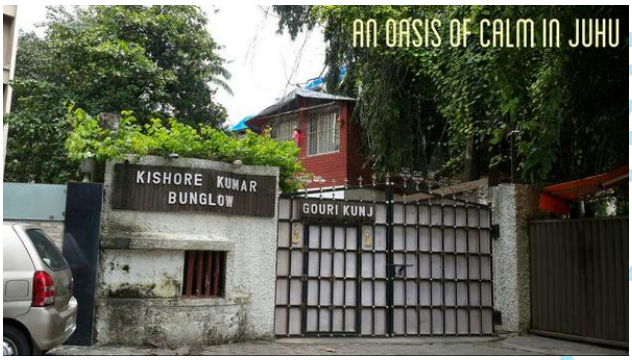

জুহু তারা রোডে কিশোরকুমারের বাড়ী গৌরী কুঞ্জ

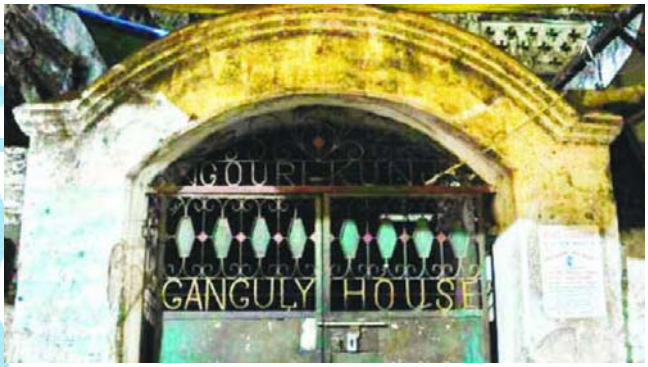

খাণ্ডোয়া শহরে শতাব্দী-প্রাচীন গাঙ্গুলী হাউস

কিশোরকুমার বোম্বাই বা মুম্বাই সিনেমাজগতের অতিপরিচিত সুবিখ্যাত গায়ক, নায়ক, প্রায় সবকিছু। অফুরন্ত জীবনীশক্তির ধারক-বাহক কিশোরকুমার উচ্ছল প্রাণবন্ত রসিক ভাবুক জোকার ক্লাউন সব রূপেই সব অবস্থাতেই চমকপ্রদ অস্তিত্বের জাজ্বল্যমান নিদর্শন। ম্যাড়মেড়ে কিশোরকুমার বা চুপসে যাওয়া কিশোরকুমার কল্পনাতেও সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও জীবনের ঘটনাগুলি বহুচর্চিত এবং তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দেও অনকে স্মৃতিতে অমলিন। তাঁর পুত্রদ্বয়, তাঁর বহুসংখ্যক ভাবশিষ্য, তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁর লিগেসিকে বয়ে চলেছেন গৌরবের সঙ্গে। তবে সমাজে মূলভূত কিছু পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় সঙ্গীতের ভারতীয় ধারাটিই আক্রান্ত হয়ে ক্ষয় ও বিকৃতির স্বীকার। অর্থনৈতিক প্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেশের জনগণের প্রভাবশালী অংশ বিদেশী সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার শপথ নেওয়ায় আমাদের মহাপুরুষদের মহান সৃষ্টিগুলিকে উপেক্ষা এবং কার্যতঃ বর্জন করার প্রবণতা এক অভুতপূর্ব সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। আশু সরকারী হস্তক্ষেপ না হলে এই সব মহান সৃষ্টি কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। বর্ণময় বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব কিশোরকুমারও বিস্মৃতির অতলে চলে যাবেন আরও অনেকের সঙ্গী হয়ে। এখনও বৃদ্ধ ও এক্সটেণ্ডেড যুবকরা কিশোরকে ভোলেন নি। মূলতঃ তাঁদের কনজাম্পশনের জন্যই এই রচনা। কিশোরকুমারের জীবন মানে তাঁর সঙ্গীতজীবন ১৯৪৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের কথাই এখানে বলা হবে। চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক, নির্দেশক, লেখক কিশোরকুমারকেও স্মরণ করা হবে। তাঁর বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডের মতো এসবও গুছিয়ে বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, পাঠকরাও চাইবেন না আমরা ফর্ম্যাল হই। চলুনে এগিয়ে যাই।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে কিশোরকুমারের জন্ম এক বাঙালী আইনজীবীর পরিবারে। হিন্দি হার্টল্যাণ্ডের মফস্বলে জন্মগ্রহণ কিশোরের চরিত্র গঠনে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর বাবার নাম কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী, মা গৌরীদেবী। তাঁদের পরিবার স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল। কুঞ্জলাল খাণ্ডোয়ার কামবিসদার গোখলে পরিবারের উকিল হয়ে সেখানে উঠে আসেন। কুঞ্জলালের পশ্চিম বা পূর্ববঙ্গের অরিজিন সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমাদের হাতে আসেনি। কিশোরকুমারের মা গৌরী দেবী ভাগলপুর রাজবাড়ীর রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতনী। এই জমিদার বাড়ীতেই অশোককুমারের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ অশোককুমারের জন্মের পরেই কুঞ্জলাল ভাগলপুর ছেড়ে খাণ্ডোয়ার জমিদারের চাকরী নিয়ে সেখানে চলে আসেন। মামার বাড়ী সম্বন্ধে কিশোরকুমারের স্মৃতি তেমন ছিল না। তবে তাঁর মামা ধনঞ্জয় ব্যানার্জী একজন গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কিশোরকুমার তাঁর স্টাইল অনুকরণ করে পড়োসান সিনেমায় সেই অবিস্মরণীয় চরিত্রটিকে অমর করে রেখেছেন। কিশোরকুমার অনেকবার তাঁর বাবার ত্রিশ টাকা মাইনে ছিল অর্থাৎ তিনি গরীব ঘরের ছেলে বলে গল্প করেছেন। ঘটনা হলো রাজপরিবার কোন গরীবকে জামাই করেছিল বলে মনে হয় না। আর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীর ধনসম্পত্তির জোড়েই তো তিনি স্বচ্ছল। কুঞ্জলালের খাণ্ডোয়ার বাড়ী এখন শতায়ু হয়ে বেঁচে আছে। সেটি কোন গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের হতে পারে না।

কুঞ্জলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোককুমার যিনি কিশোরকুমারের চেয়ে আঠারো বছরের বড়, বম্বে সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান এবং তখনকার ক্রমশ উন্নয়নমার্গে চলা এই নতুন শিল্পমাধ্যমের প্রগতির সঙ্গে নিজেও যথেষ্ট বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে ওঠেন। পরের ভাই অনুপকুমার যিনি কিশোরের অগ্রজ, অল্প স্বল্প অভিনয় সাফল্যের পরিচয় দিলেও তেমন কোন ছাপ রাখতে পারেননি। অনুপ ও কিশোরের চেয়ে বড় এক দিদি ছিল, তাঁর নাম সতী। তিনি শশধর মুখার্জীর পত্নী। তাই অশোককুমার শশধর বাবুর সুবাদে পুরো ইণ্ডাষ্ট্রির দাদামণি। কিছু জায়গায় সতী দেবীকে কিশোরের ছোট বোন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে বিখ্যাত অভিনেতা জয় মুখার্জী সতীর দেবীর দ্বিতীয় পুত্র। সেকালের মানদণ্ডে সতী দেবী জয়ের থেকে ১৭-১৮ বছর বড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সতীদেবীর জন্ম সাল ১৯২০-১৯২১ এর পরে হতে পারে না। সেক্ষেত্র তিনি অনুপকুমারের চেয়ে বড়। তবে তাঁর জন্ম সাল কেউ উল্লেখ করেন নি।

কুঞ্জলাল গাঙ্গুলীর পরিবার

কিশোরকুমার উপরে লীনা, রুমা নীচে যোগীতা ও মধুবালা

ছোটবেলা থেকেই কিশোরের গানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। খাণ্ডোয়ার নৈসর্গিক অবস্থান এবং তখনকার গানের ধারা বালক কিশোরের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। কিশোর কুন্দনলাল সায়গলের ভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর গায়কী, তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর কিশোরকে অভিভূত করেছিল। সারা জীবন কিশোর সায়গলকে গুরু বলে মেনেছেন। তাঁর জন্মগত কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য সায়গলকে অনুসরণ করার উপযোগী ছিল বলেই তিনি নিজেকে সেইভাবে তৈরী করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে অর্কেষ্ট্রা ও উচ্চারণরীতির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কিশোর নিজেকে কণ্টেম্পোরারী ফর্মে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগেই কিশোরকুমার ও তাঁর পরিবারের ঘন ঘন বম্বে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রতি বছর একবার গাঙ্গুলী পরিবার বম্বে বেড়াতে এসে বেশ কয়েকদিন থাকতেন। অশোককুমার তখন বম্বে টকিজে কাজ করতেন। ছাত্রাবস্থাতেই কিশোর কিছু সিনেমায় কোরাস গানের দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি শিকারী নামে একটি সিনেমায় ছোট রোলে অভিনয়ও করেছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইন্দোরের ক্রিশ্চান কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে সে দিকে তাঁর মন ছিল না। কারও মতে তিনি ইন্টারমিডিয়েট কারও মতে তিনি গ্রাজুয়েট। বম্বে গেলে দাদার কাছে থেকে গানের সুযোগ খুঁজতেন। অশোকুমারের ভাই বলে তাঁর অনেকের সঙ্গেই খাতির ছিল। ১৯৪৮ সালে ক্ষেমচন্দ্র প্রকাশ তাঁকে জিদ্দি (পুরাতন) সিনেমায় প্লেব্যাক গাওয়ার সুযোগ দিলেন। এদিক ওদিক করতে করতে ১৯৪৯ থেকে কিশোর অভিনয় আর গানের জগতেই থাকবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। ১৯৪৯ সালেই তাঁর বম্বেতে থাকা স্থায়ী হয়ে গেল। খাণ্ডোয়ার স্মৃতি অতীতে ফেলে বম্বের সিনেমাজগতকে আপন করে নিলেন সদ্যযুবক আভাষ কুমার গাঙ্গুলী। তাঁর নাম কিশোরকুমার রাখা হল সিনেমাজগতের

BANGLADARSHAN.COM

স্টাইলে। যে পরিচিতিতেই তিনি সারা ভারত আর জগতের কাছে বিখ্যাত। কিশোরকুমার বলতেন, তাঁর মনের ইচ্ছা বড় গায়ক বা প্লেব্যাক সিঙ্গার হওয়ার। আর বাকী সবাই দাদামণির ভাইকে অভিনেতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

অনেকের মতে কিশোরকুমারকে বেশী কষ্ট করতে হয়নি। অশোককুমার তাঁকে সব জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা তাকে দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে মানুষটিকে দেখলে লক্ষ্য না করা অসম্ভব ছিল। কিশোর নিজেই একটি স্পেক্টাকল্ বা প্রদর্শনী। তাঁকে কোনভাবে অর্ডিনারী মনে করার উপায় ছিল না। তবে তাঁর ভাবভঙ্গীর অনেকটাই সেকালের রক্ষণশীল ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির পছন্দের তালিকায় ছিল না। হীরো হবার লক্ষণ কম ছিল। সুশীল বালকের স্টিরিওটাইপের থেকে কিছুটা ভিন্ন কিশোরকুমার ফ্যামিলি ড্রামায় চলার মত নয় বলেই সকলে মনে করতেন। এদিকে তাঁর প্রথম পছন্দের শিল্পকলা গানের ব্যাপারেও তাঁর অনুসৃত সায়গলের ধারাটিও তখন ক্ষীয়মান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব, অর্কেষ্ট্রার ব্যবহার ইত্যাদির সুবাদে নতুন উপস্থাপনা ও উচ্চারণরীতি সহ গায়কীর পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন একদল শিল্পী যেমন মহঃ রফি, মুকেশ, তালাত মাহমুদ, মান্না দের সঙ্গে কিশোরও এই নয়ী দুনিয়ার সঙ্গীতে সমারোহের মিছিলে যোগ দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গীত সফর গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে মধ্যমানে পৌঁছে চলতে থাকল। তিনি স্টার হতে পারলেন না। আবার বাদও পড়লেন না। ১৯৫০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বম্বে টকীজের মশাল ছবিতে তাঁকে সুযোগ করে দিতে চান শচীনদেব বর্মণ। নীতীন বসু পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অশোককুমার, সুমিত্রা দেবী আর রুমা ঘোষ। এই তৃতীয় ব্যক্তিই পরবর্তীকালের কিশোর ঘরণী পুত্র অমিতের মা রুমা। এই সময়েই শচীনকর্তা কিশোরকুমারকে সুযোগ দিতে না পেরে তাঁকে সায়গলের অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ না করে, নিজের গায়কী উদ্ভাবন করার পরামর্শ দেন। প্রতিযোগিতার বাজারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকা গায়কের দাম বেশী নয়, কিশোর বম্বে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে তেমন গান গাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। অভিনয়ের সুযোগও তেমন আসেনি।

কিশোরকুমারের গান গাওয়ার শখ প্রচুর ছিল। শুনে শুনে গান তুলে ফেলতেন। সায়গলের হলে তো কথাই নেই। কিন্তু তিনি কখনও কারও কাছে গান শেখেননি। নিজে নিজে অবশ্যই শিখেছেন। তাঁর পিয়ানো বাজানোর দক্ষতা পেশাদারী মানের। তা একদিনে হয়নি আবার সিস্টেমেটিক না হলে এটা করা যায় না। আসলে কিশোরকুমার যা ইচ্ছা তাই বলতেন। সব সত্য হওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়। তবে শেখেন নি এটা হতে পারে না। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা বা কম্পোজারের কাজ কারও চেয়ে কোন অংশ কম নয়। অর্কেষ্ট্রা বা যে কোন যন্ত্রসঙ্গীত তিনি অত্যন্ত সুপ্রযুক্তরূপে ব্যবহার করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম মিউজিক বা যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দের অপ্রতুলতাকে তিনি সুন্দরভাবে সিচুয়েশনকে বিশিষ্ট করে তোলার কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি অবশ্যই শিখেছিলেন, সবটা নিজে নিজেও নয়। তাঁর স্বকীয় স্টাইলে একে ওকে ধরে যখন তখন যা তা চর্চা করে এক অদ্ভুত সঙ্গীতভাবনা বা মিউজিক্যাল সেন্স তৈরী হয়েছিল। তিনি নিজেও জানতেন না তাঁর ঘরানা কি বা কোন শৈলীতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইমপ্রম্পটু বহু কিছু বেরিয়ে আসত। আর তার সবই লক্ষ্যণীয় ভাবে অরিজিন্যাল। এটা ভুললে চলবে না যে এত ভারী গলা নিয়ে তাঁর রেঞ্জ যথেষ্ট ভাল ছিল। শাস্ত্রীয় গায়নের স্কোপ থাকলে দু এক কলি তিনি অতি সহজেই ছেড়ে দিতেন। একেবারে পারফেকশন পার্সনিফায়েড। পাশ্চাত্য ধারার বহু কিছু তিনি গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক বলতে গেলে, অ্যাবজর্ব করেছিলেন। আর ফোক এর মধ্যে প্রায় সব এমনকি বাঙলা কীর্তনের ঢঙটিও তাঁর আয়ত্ত ছিল। সবই অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে। ভাটিয়ালীর টান হোক বা ডীপ বেস এ পাশ্চাত্য ফ্রেজ ডেলিভারি করা, সবই তাঁর পক্ষে জলভাত। এখনকার প্রজন্ম একটু ফলো করলেই বুঝতে পারবে যে তিনি rap music এর গ্র্যাণ্ডফাদার। আর দাদা অনুপকুমারের পরামর্শে ইয়োডলিং আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছেন। কিশোরকুমার অনেকবার তিনি গান জানেন না বা শেখেননি এটা বলতে গিয়ে বলতেন গান শিখেছিল দাদামণি সরস্বতী দেবীর কাছে। গান জানত মামা। তাঁর মতে তাঁর গান না শিখে গাওয়া। শিখলে হয়তো তিনি

BANGLADARSHAN.COM

কিশোরকুমার না হয়ে কোন ঘরাণার বিখ্যাত শিল্পী হয়ে যেতেন। অশিক্ষিত কিশোরকুমারই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক সিঙ্গার হয়ে থাকলেন প্রায় দু দশক ধরে।

"তোরা দুটোই আস্ত গাধা।" দাদা অশোককুমারের খারের বাড়ীতে ছোট দুই ভাই যখন সিনেমায় ঢুকবে বলে এসে পড়ল, তখন তাদের ডিসকারেজ করার জন্য দাদামণি বার বার এই কথাই বলতেন। বলতেন তোদের দিয়ে কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সকলেই জানে, এগুলো ওপরের কথা। ভাইরা যা হয়েছে, দাদার প্রচেষ্টার অবদান তাতে সবচেয়ে বেশী। আর নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য অশোককুমার ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে সর্বাধিক সম্মানিত অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। নামকরা হিরো অশোককুমার বাল্যবিবাহের বধূটিকে অবলম্বন করে পুরোপুরি মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনযাপন করে গেছেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে। তাঁর সম্পত্তিও কিছু কম ছিল না। কিন্তু বিলাসব্যসন একেবারেই পছন্দ করতেন না তিনি। পারফেক্ট জেণ্টলম্যান অশোককুমার সকলের শ্রদ্ধাভাজন আদর্শ পুরুষ। অশোককুমারের ভাই এর বড় সার্টিফিকেট দরকার ছিল না। অনেকেই ছেলেটাকে কি কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে ভাবতেন। পাকাপাকি ভাবে বম্বে চলে আসার আগেই কিশোর তিন চারটি সিনেমায় অভিনয় আর ক'টি তে গান ও করে ফেললেন। এমন কি যাঁরা কিশোরের গানের গলা বা সুরজ্ঞান নিয়ে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরাও কিশোরের কমিক গান এবং বাচনভঙ্গীকে একেবারেই ইউনিক বলে মানতেন। তাই বছরে কয়েকটা ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ আর গান করার সুযোগ তিনি পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে পেয়ে গেছেন। যেহেতু এগুলি সব হিন্দি সিনেমা, তাই বিশদে যাওয়া হলো না। কিশোরের হাতে মোটামুটি কাজ আসছিল এবং আয়ও হচ্ছিল। তবে সেই প্রথম দিক থেকে কিশোরকুমার টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব সচেতন এবং আদায় করতে যে কোন কাজ তিনি করতে পারতেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মাত্র দু বছর বম্বেতে থেকে হিন্দি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে পা জমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিশোরের আদায় করার ব্যাপারটা তিনিও স্মৃতিচারণার সময় উল্লেখ করেছেন। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির করে দিতেন কিশোর। এ নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, সবচেয়ে মজার হলো, অর্ধেক টাকা পেয়েছিলেন বলে মুখের একদিকে মেকাপ করে শুটিং এ নেমেছিলেন। বাকী অর্ধেক আদায়ও হয়েছিল। তারপর অধমর্ণদের নামে গান বেঁধে যত্রতত্র গাইতেন। যেমন হে বাবু তলোয়ার – দে দো মেরে আট হাজার। পাঁচ ছটা হিন্দি ফিল্মে কাজ করার পর, ১৯৫৩ সালে এল সেই বিগ ব্রেক। তখনকার নামকরা নায়িকা বৈজয়ন্তীমালাকে হিরোইন করে কিশোর হিরোর রোল পেলেন "লড়কী" ছবিতে। যদিও ভারতভূষণ অঞ্জলীর দ্বিতীয় জুড়িও লীড রোলের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবুও যুবক কিশোরের সেই বই তিনটি ভাষায় রিলিজ হয়েছিল আর ভবিষ্যতের ক্যারিকেচার ও অল্পস্বল্প করুণ রসের ইঙ্গিত তরুণ কিশোরকুমার ইণ্ডাষ্ট্রিকে দিয়েছিলেন। নরমে গরমে সুখে দুঃখে পঞ্চাশের দশক কিশোরকে যথেষ্ট সাফল্য এনে দিয়েছিল। এই এক দশকে তিনি কুড়িটির মত বইয়ে অভিনয় করেছেন। গান গেয়েছেন আরও বেশী সিনেমায়। তার মধ্যে কতকগুলি হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল যেমন "ভাগম ভাগ", "চলতি কা নাম গাড়ী", "বাপ রে বাপ"। নামকরা সব হিরোইনের অপোজিটে তিনি হিরোর রোল করেছেন। এবং রীতিমতো সাফল্যের সঙ্গে। সেই সময়ের অন্ততঃ কুড়িটি গান সুপারহিট এবং সিরিয়াস গানের অনেকগুলি পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ। দেবানন্দের মতো বড় হিরোর প্লেব্যাক অত্যন্ত সফলভাবে করেছেন কিশোর। অর্ধেক ফিল্মই বিগ বাজেট এবং স্টার-স্টাডেড। তবে এত সুন্দর গানগুলির এবং ষাটের দশকের প্রথমার্ধের আরও সুন্দর গানগুলির জন্য তিনি একবারও পুরষ্কার পাননি। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রেকর্ড আটবার কিন্তু সবই পরবর্তী কালে। আর নমিনেশন তিনি প্রতি বছরই পেতেন। তাঁর জীবনী অনেকগুলি বেরিয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বাস নেরুরকার ও দীপক সোন্থালিয়ার বইটি কালেকশন করার মত। তার অল্প আগে প্রকাশিত ধীমান কমলের বইটি গানের সব তথ্য সাজিয়ে লেখা। জীবনীও মোটামুটি সম্পূর্ণ। কিশোরের গল্প শেষ হবার নয়। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার অবতারণা করা ঠিক হবে না। যাই হোক, ১৯৫৮ সালের

BANGLADARSHAN.COM

বাঙলা ছবি লুকোচুরি বাঙালীর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কিশোরকুমারের কাছ থেকে। তিনি এর প্রযোজকও। কিশোর, মালা সিন্‌হা আর অনিতা গুহ ছবিটিকে যে সুন্দর রূপদান করেন তা এক কথায় অতুলনীয়। এই নিয়েই একটা বই লেখা যায়। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ দ্বিতীয়বার হবে না। হেমন্ত আর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের নাম উল্লেখ না করলে বড় ত্রুটি হয়ে যাবে। ১৯৫০ সালে (মতান্তরে ১৯৫১) রুমা ঘোষকে বিয়ে করে বছর আষ্টেক সুন্দর সংসার জীবন উপভোগ করেছিলেন কিশোরকুমার। তাঁর পুত্রের জন্ম ১৯৫২ সালে। ভাইস ইণ্ডাষ্ট্রি বা পাপময় সিনেমা জগতে সুখ ক্ষণস্থায়ী। মধুবালার মোহে কিশোর রুমাকে ত্যাগ করেন ১৯৫৮ সালে। এই বিয়ে সুখের হয়নি। তাঁর পরিবারও কার্যত তাঁকে বর্জন করে। গোলেমালে দশবছরের বিবাহিত জীবন কাটে। মধুবালা বেশীরভাগ সময়ই কিশোরের বাড়ীতে থাকেননি। পারিবারিক অশান্তি বা অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই কিশোরকে ক্ষয় করেছিল। না হলে তিনি হয়তো আরও সফল হতে পারতেন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকেই দাদা অনুপের পরামর্শে সে সময়ের কিছু পাশ্চাত্য গায়কের ইয়োডলিং করার ব্যাপারটি রপ্ত করে ফেলেন। যাঁরা ওই সব গায়কদের গান শুনেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে কিশোর তাদের চেয়ে অনেক সুন্দরভাবে এই ইয়োডলিং টোন ব্যবহার করেছেন। তাতে ভারতীয় মডুলেশন জুড়ে সকলের মন জয় করেছেন। তাঁর স্বকীয় কণ্ঠবিকৃতিগুলি অসাধারণ। এ সব যাঁরা বোঝেন তাঁরা বুঝেছেন। পাঁচ রুপাইয়া বারা আনার জন্য শুধু নয়, চলতি কা নাম গাড়ী সম্ভবতঃ এই দশকে কিশোরের শ্রেষ্ঠ ছবি। তিন ভাই একেবারে জমিয়ে দিয়েছেন। মধুবালা এই সময়েরই ক্রেজ।

ষাটের দশকের প্রথমদিকে আরও কয়েকটি অতি সুন্দর গান যেমন ঝুমরু, দূর গগন কি ছাঁও মে, হাফ টিকেট, রঙ্গোলি গঙ্গা কি লহরেঁ এই সব ছবিতে। ঝুমরুতে তিনি গানও রচনা করেছেন। পরিচালনা প্রথমে থেকেই করতেন, কিছু চিত্রনাট্যও লিখেছেন। করতে করতে সেই বিস্ফোরণ ঘটল ১৯৬৫-৬৬ সালে গাইড সিনেমায় দেবানন্দের লিপে "গাতা রহে মেরা দিল" গাওয়ার পর। এর পর দেবানন্দের পর পর কটি ছবিতে শচীনকর্তা কিশোরকে গান গাওয়ালেন। সবই হিট। শচীনদেবের পুত্র রাহুল কিশোরকে বেশ কটি ছবিতে গান গাওয়ালেন। রাজেশ খান্নার উদয় হওয়ার পর সকলে ভাবতে লাগলো কিশোরকুমারের গলাই রাজেশর মতো। ফলে হাতী মেরা সাথীর মতো অনেক সিনেমায় রাজেশ খান্নার লিপে কিশোরের গান তৈরী হলো। পরবর্তী পনের বছর কিশোরকুমার এক নম্বরে থাকলেন, মহঃ রফিকে পিছনে ফেলে। ১৯৮০তে মহঃ রফির অকাল মৃত্যুতে কিশোর বাকী জীবনও প্লেব্যাক জগতে সবার উপরে থেকে গেলেন। তাঁর অভিনয় ও গান দুই নিয়ে এই সময়ের "পড়োসান" ছবিটি অতি জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ছবিটি দেখেননি এমন মানুষ কমই আছেন। বিবরণে সময় নষ্ট না করে সকলকে আবার দেখতে বলি। অতি ব্যস্ত সুপারস্টার কিশোর কুমার দরিদ্র বাঙলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে তেমন কোন কাজ করেননি এই পীক পিরিয়ডে। তবে দু একটি গান গেয়েছেন, যেমন জন্মদিন (মেঘে ঢাকা তারা) বলো হরিবোল (শেষ থেকে শুরু)। ষাটের দশকের শেষ দিকে একটি নিদারুণ ঘটনা ঘটে কলকাতায়। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে "কিশোরকুমার নাইট" চলার সময়ে লাইট নিভে যায়। তার পর মানুষপশুরা হাজার হাজার মহিলার উপর অত্যাচার করে। গোটা স্টেডিয়াম মেয়েদের ইনার গার্মেন্ট, চপ্পল, আর পোষাকের ছেঁড়া টুকরোয় ছেয়ে যায়। কালের ফলকে কালচার্ড বাঙালীর কালচারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখে দিল কলকাতার যুবকরা। এক বিখ্যাত বাঙালীর অনুষ্ঠানেই সেটা হয়ে গেল। কিশোর কুমার বেশ কিছু অনুষ্ঠান করেছেন কলকাতায়। তবে এদিনের কথা তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে স্মরণ করতেন। এই সময়ের বাঙলা গানে উল্লেখযোগ্য সংযোজন "তুম বিন যাঁউ কাঁহা" গানের বাঙলা রূপান্তর "একদিন পাখী উড়ে যাবে যে আকাশে" আর কয়েক বছর পরে গাওয়া "নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে"। আরাধনা সিনেমার বাঙলা রূপান্তর করার সময় ওই গানগুলি কিশোরকুমার বাঙলাতেও গাইলেন। আর এর পর থেকেই অল্প অল্প করে কিছু কিছু বাঙলা গান তিনি রেকর্ড করলেন। অমানুষ আর আনন্দ

BANGLADARSHAN.COM

আশ্রম সিনেমার সাফল্যের পর কিশোরকুমার নিয়মিত বাঙলা সিনেমার গান করেছেন। হেমন্তবাবুর গলা খারাপের জন্য তাঁর চাহিদা বাড়ছিল। তবে সস্তায় হতো না বলে ততটা কিশোরের গান হয়ে ওঠেনি বাঙলা সিনেমায়। নেই নেই করে প্রায় চল্লিশটি বাঙলা সিনেমায় গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার। এর কতকগুলি আজও জনপ্রিয়। মোট সাতাশিটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার। গান গেয়েছেন বারোশোর বেশী হিন্দী ছবিতে। রেকর্ড তো বটেই। হয়তো আশা ভোঁসলে এই রেকর্ড ভাঙবেন বা ভেঙেছেন। কিশোরকুমার প্রায় সব প্রধান ভারতীয় ভাষায় গান রেকর্ড করেছেন। স্থানাভাবে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হল না।

তাঁর গানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর জীবনের কথায় ফিরে আসি। মধুবালার সঙ্গে বিবাহিত জীবন কিভাবে কেটেছিল তা সকলেই জানেন। বিরাট ভুল হয়ে গেছে বুঝেছিলেন দুজনেই। কিন্তু বার হয়ে আসার চিন্তা কেউ করেননি। কয়েক বছর পর মধুবালা হার্টের রোগে আক্রান্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেন। কোনক্রমে এই সম্পর্ক তাঁরা মধুবালার অকালমৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। ১৯৬৯ সালে বলিউডের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নায়িকা নিয়তির গ্রাসে চিরদিনের মত হারিয়ে গেলেন। অবর্ণনীয় হতাশাকে সঙ্গী করে জীবনের দৈনন্দিন কর্ম চালিয়ে যেতে থাকলেন কিশোরকুমার। এতকালের নিঃসঙ্গতা যেন নতুন করে উপলব্ধি করতে লাগলেন তিনি। আরও বেশী করে কাজে মন দিতে চাইলেন। কিছুটা সফলও হলেন। এর পরের এক দশক তাঁর বিজয়পতাকা সগর্বে উড়তে থাকলো। প্রায় সব হিরোর লিপে কিশোরের গান। কত অ্যাওয়ার্ড পেলেন। অনেক শো করলেন। সবই জনপ্রিয়তার রেকর্ড গড়তে থাকলো। ষাটের দশক থেকেই কিশোরকুমার ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে যান। অনেকের মতে টাকার কুমীর অতি সাবধানী কিশোর ইনকাম ট্যাক্স দেওয়াকে বাজে খরচ মনে করতেন। যাই হোক বেশ কিছু কেস এবং আপীল চালিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করে গেছেন কিশোরকুমার ইনকাম ট্যাক্স কম দেওয়ার। এই নিয়ে খবর হয়েছে অনেক। কিশোর তাঁর প্রচার বাড়ছে ভেবে কোনদিনই খোলসা করেন নি। কথা বাড়তে দিয়েছেন। যে যা পেরেছে লিখেছে। তবে কেউ বলতে পারবেন না তাঁরা কিশোরের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। কিশোরকুমারের জীবনের আর একটি ঘটনা বা পর্বের কথা না বললে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। তার কিছু আগে থেকেই তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধী রাজনীতিতে আসার চেষ্টা করছিলেন। সঞ্জয় একবার কিশোরকুমারকে বম্বে শহরে কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে গান গাইতে অনুরোধ করেন। কিশোরকুমার বিনা দক্ষিণায় গান গাইতে অস্বীকার করেন। ফলে বেশ কয়েক বছর কিশোরকুমারের গান আকাশবাণীতে প্রচার করা বন্ধ ছিল। সরকার পরিবর্তনের পরেই এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।

অদ্ভুত মানুষ কিশোরকুমারকে নিয়ে বিভিন্ন জার্ণালে, ম্যাগাজিনে, দৈনিকে হাজার হাজার আর্টিকেল লেখা হল। রীলের হিরোদের থেকে কোন অংশে কম নয় গায়ক কিশোরের জনপ্রিয়তা। তাঁর জনমোহিনী গায়কী, নায়কী আর বিদূষকের কাণ্ডকারখানা সকলকে মাতিয়ে রেখেছিল। যাঁরা ১৯৭৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসের অনুষ্ঠানে তাঁর ইমপ্রম্পটু ইন্ট্রোডাকশন শুনেছেন, তারা বুঝেছেন, কিশোর কি জিনিস। এ রকমটি কখনও হয়নি আর হবেও না। তাঁকে যাঁরা ইণ্টারভিউ করেছেন তার মধ্যে সবচেয় বিখ্যাত এনকাউণ্টারটি প্রীতীশ নন্দীর সঙ্গে। তবে সেটা কিশোরের জীবনের শেষ দিকে আর সেখানে আলোচ্য বিষয়ও কিছু অন্য রকম। সাধারণভাবে কিশোরকুমার জার্ণালিষ্টদের অবাক করার মত হাবভাব নিয়ে ইণ্টারভিউ দিতেন। কখনও অনেকক্ষণ কিছু বলতেন না। আবার এক দরজা দিয়ে হঠাৎ বেড়িয়ে গিয়ে কিছু পরে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে আবার কথাবার্তা চালু করে দিতেন। তাঁর ভূতের ভয়ের গল্প অনেকেই শুনেছেন। কিছু ভাগ্যবান লোক তাঁর ফ্লাটের দরজায় "বিওয়ার অফ কিশোরকুমার" লেখা ফলকটিও দেখেছেন। অনেক আজগুবী গল্পও তিনি করতেন। পরিচিত লোক এমনকি ক্লায়েণ্টদের

ঠকিয়ে কিশোরকুমার খুব আনন্দ পেতেন। কত লোককে যে ভুগিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুটিং এ দেরী করা, রেকর্ডিং স্কিপ করা এসব জলভাত। পরের দিন আবার সব অস্বীকার। অদ্ভুত সব কারণ দেখিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা। কিন্তু কারও চয়েস ছিল না। কিশোরকুমারের কণ্ঠস্বর সকলের কাছে আবশ্যিক বা মাষ্ট। সেই হেডী বা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার সাফল্যের সময়েও কিশোরকুমারে হৃদয়টি বিকল বা অচল হয়ে থাকে নি। কিন্তু ঠিক মিলে যাওয়ার মত হৃদয় চোখে পড়েনি। বা হৃদয়ের সংখ্যা বেশী হয়ে যাওয়াতে প্রেমিকপ্রবর ধন্দে পড়ে গিয়েছিলেন। সকলের পরচর্চায় জল ঢেলে তিনি ১৯৭৬ সালে তরুণী নায়িকা যোগিতাবালীকে বিয়ে করে ফেললেন। তবে এ বিয়ে মাত্র দু বছর টিঁকেছিল। পরের বছরদুয়েকের মধ্যে তিনি খোঁজ পেলেন গোয়ার সম্ভ্রান্তবংশীয় সুন্দরী নায়িকা লীনা চন্দ্রভারকরের। ১৯৮০ তে লীনা কিশোরকুমারের চতুর্থ স্ত্রী হয়ে ঘর আলো করলেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কিশোরকুমার লীনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। ইন্ট্রোভার্ট লাজুক স্বভাবের লীনা তাঁকে সুমিত নামের দ্বিতীয় পুত্র উপহার দিলেন। বৈবাহিক জীবনের প্রথম সাত বছর আর শেষ সাত বছর দাম্পত্য জীবনের সুখ ভোগ করতে পেরেছিলেন কিশোরকুমার। তবে ১৯৮৫ সাল থেকেই কিশোরকুমার অস্থির বোধ করছিলেন। অনেককে বলতেন খাণ্ডোয়া চলে যাওয়ার কথ। প্রীতীশ নন্দীকে বলেছিলেন, বম্বেতে তাঁর কে আছে? কোন কিছু তাঁর ভাল লাগে না। তাই খাণ্ডোয়া যাওয়ার কথা তিনি সিরিয়াসলি ভেবেছিলেন। দেখতে দেখতে ১৯৮৬ সালে তাঁর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। তারপর আর কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারেননি কিশোরকুমার। ১৯৮৭ সালের ১৩ই অক্টোবর তাঁর জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হল। ভারত হারালো তার সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ককে।

তাঁর বাঙলা গানের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তার অধিকাংশই তাঁর চল্লিশোর্ধ বয়সে গাওয়া। অনেক গানেই যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি। একেবারে শেষ দিকের গানের অনেকগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়নি। দু-চারটি নকল বলেও মনে হতে পারে। তবে যে বিশ-ত্রিশটি গান বিখ্যাতে হয়েছে, তা কালজয়ী সৃষ্টি। যাঁরা গান শোনেন না তাঁরা এই লেখা পড়বেন বলে মনে হয় ন। আর যাঁরা শোনেন তাঁদেরকে বোঝানোর দরকার নেই। কিশোর নিজের পুত্র অমিতকে কাছে রেখে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন প্রথম থেকেই। কিন্তু অমিত মধ্যমানের প্লেব্যাক সিঙ্গার এর বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর অনেকগুলি অ্যালবাম বেরিয়েছে। সিনেমার গানও বেশ কিছু করেছেন। সবই মধ্যমানের বলা চলে। কিশোরের বাংলো গৌরীকুঞ্জ অমিত সে ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন নি। নীচের তলা এখন ভাড়া দিয়েছেন একটি রেস্তঁরাকে। কিশোরের কাগজপত্র কতটা রক্ষিত হয়েছে কে জানে। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণও কম হবার কথা নয়। কতটা রক্ষা হয়েছে কে জানে। আমরা ফেসবুকে অমিতকে মেসেজ দিয়ে কোন রেসপন্স পাইনি। অমিতের স্ত্রী রীমা, কন্যা মুক্তিকা কিশোরের বাড়ী গৌরী কুঞ্জেই থাকেন। লীনা ও সুমিতও ওই বাড়ীতেই আছেন। কিশোরকুমারের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে জুহু তারা রোডটি কিশোরকুমার গাঙ্গুলী মার্গ নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। বঙ্গদর্শনের এই গায়ক বিভাগে কিশোরকুমারের গাওয়া বাঙলা গানের তালিকা এর পর দেওয়া হল। তালিকাটি নিখুত এটা বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। সকলকে অনুরোধ এটিকে ত্রুটিহীন করতে সাহায্য করুন। বিশেষতঃ পূজার গানগুলির রেকর্ড নং ও প্রকাশের বৎসর জানতে পারলে ভাল হতো।

BANGLADARSHAN.COM

কিশোরকুমারের গাওয়া গানের তালিকা

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	ছবির নাম	রেকর্ড নং	বৎসর
অনেক জমানো ব্যথা	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পারাবত প্রিয়া		১৯৮৩
অন্ধকারের এই রাতের শেষে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
আকাশ কেন ডাকে মন ছুটি চায়	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পূজা		
আকাশ পথে প্রেম করেছি	সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই অধ্যায়		১৯৮৬
আকাশ ভরা সূর্য তারা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরালে		১৯৮৫
আজ খেলা ভাঙার খেলা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আজ থেকে আর ভালবাসার নাম নেব না	বাসু মনোহারী	মুকুল দত্ত		পূজা	
আজ মুখেতে বললে তুমি	মৃণাল মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্ধ্যাপ্রদীপ		১৯৮৫
আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রতিশোধ		১৯৮১
আজ শুভদিনে যদি সহঃ আরতি মুখোঃ	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দাদামণি		১৯৮৪
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আজ হৃদয়ে ভালবেসে সহঃ লতাজী	শচীন দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
আধো আলো ছায়াতে	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী		১৯৮১
আমার অন্ধ প্রদীপ	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমার আঁধার ভুবনে আবার কে তুমি	বাসুদেব চক্রবর্তী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়			
আমার এ কণ্ঠ ভরে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন মরণ		১৯৮৪
আমার দীপ নেভানো রাতে	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পূজা		
আমার নাম অ্যান্টনী	বীরেশ্বর সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মাদার		১৯৭৯
আমার পূজার ফুল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত			
আমার বেলা যে যায়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমার মনের এই ময়ূরমহলে	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পূজা		
আমার রাত পোহাল	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান		১৯৮১
আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আনন্দ আশ্রম		১৯৭৭
আমারও তো গান ছিল সাধ ছিল মনে	কানু ভট্টাচার্য	শঙ্কর ঘোষ	দোলনচাঁপা		১৯৮৭
আমি একজন শান্তশিষ্ট	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১
আমি চিনি গো চিনি তোমারে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমি যে কে তোমার	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুরাগের ছোঁয়া		১৯৮৫

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আমি দুঃখকে সুখ ভেবে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
আমি নেই আমি নেই ভাবতেও	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত		পূজা	১৯৬৮
আমি প্রেমের পথের পথিক	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
আর তো নয় বেশী দিন মিলব এবার দুজনে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিলন তিথি		১৯৮৫
আরও কাছাকাছি	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
আলোকের এই ঝর্ণাধারায়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
আশা ছিল ভালবাসা ছিল	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আনন্দ আশ্রম		১৯৭৭
আহা কথক নাকি কথাকলি ফোটা ফুল	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌন মুখর		১৯৮৭
আহা কি দারুন দেখতে	বীরেশ্বর সরকার	বীরেশ্বর সরকার	মাদার		১৯৭৯
আহা হা কেনে পরের সোনা দিলাম কানে সহঃ আশা ভোঁসলে	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	প্রহরী		১৯৮২
ইউরেকা ইউরেকা এত দিন পরে বুঝি মিলেছে দেখা সহঃ রাণু মুখোপাধ্যায়।	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শ্যাম চক্রবর্তী	দুষ্টু প্রজাপতি		১৯৬৭
এ আমার গুরুদক্ষিণা গুরুকে জানাই	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	গুরুদক্ষিণা		১৯৮৭
এ কি হল, কি যে হল কেন হল জানি না	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৭০
এ জীবন প্রেমেরই এক পাতাবাহার কবিতা	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
এ ঝুমরি রে চলেছি একা	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	পূজা		
এ তো কান্না নয় গান	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সঙ্কল্প		১৯৮২
এ দিন আজি কোন ঘরেতে খুলে দিল দ্বার	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
এই কথাটি মনে রেখ	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
এই জীবনের পথ সোজা নয়	মানস মুখোপাধ্যায়	লক্ষীকান্ত রায়	বান্ধবী		১৯৮৯
এই যে নদী যায় সাগরে	কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত	পূজা		
এই তো জীবন যাক না যেদিকে যেতে চায়	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১
এই তো জীবন হিংসা বিবাদ	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমরকণ্টক		১৯৮৬
এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায় স্বপ্নমধুর মোহে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লুকোচুরি		১৯৫৮
এক কাপ চা মুখে তুলতেই	অমিতকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
এক টানেতে যেমন তেমন	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
এক দিন আরো গেল	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
এক দিন পাখী উড়ে যাবে যে আকাশে	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত	পূজা		
এক পলকের একটু দেখা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লুকোচুরি		১৯৫৮
এক যে ছিল রাজপুত্তুর সহঃ আশা।	বীরেশ্বর সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মাদার		১৯৭৯
একই সাথে হাত ধরে সহঃ আশা ভোঁসলে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
একটুকু ছোঁয়া লাগে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				

BANGLADISHAN.COM

এত কাছে দুজনে প্রেম ভরা যৌবনে	শচীন দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
ও আমার সজনী গো	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	স্বর্ণতৃষা		১৯৯০
ও বাবু যতই তোমরা ফেল মাথার ঘাম	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দেবীবরণ		১৯৮৮
ও মা পতিত পাবনী গঙ্গে	রবীন্দ্র জৈন	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	হরিশচন্দ্র শৈব্যা		১৯৮৪
ওগো নিরুপমা করিও ক্ষমা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	অনিন্দিতা		১৯৭২
ওপারে থাকব আমি	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন মরণ		১৯৮৪
ওরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ কুয়োর ব্যাঙ	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রক্তজবা	মুক্তি পায়নি	১৯৮৫
ওরে বন্ধু রে ওরে সাথী রে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
ওরে মন পাগল	কানু ভট্টাচার্য	শঙ্কর ঘোষ	দোলনচাঁপা		১৯৮৭
কারও কেউ নয়কো আমি	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	লালকুঠী		১৯৭৮
কি আশায় বাঁধি খেলাঘর	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৪
কি উপহার সাজিয়ে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন মরণ		১৯৮৪
কি করে বোঝাই তোদের গানের গ জানি না সহঃ কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রক্সি		১৯৭৭
কিছু কথা ছিল চোখে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
কেন তুমি চুপি চুপি	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
কেন রে তুই ছাড়লি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	পূজা		
কোথায় আছ গুরুদেব আমি জানি না	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	গুরুদক্ষিণা		১৯৮৭
কোন কাজ নয় আজ সহঃ আশা ভোঁসলে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী		১৯৮১
কত নারী আছে এ গোকুলে সহঃ আশা ভোঁসলে ও তনুজা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৭০
কত মধুর এ জীবন ভালবাসার	অমিতকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
কথা দিলাম আমি কথা দিলাম সহঃ আশা ভোঁসলে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সুরের আকাশে		১৯৮৮
ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
খালি পেটে করলে ভজন হয়না কোন ফল	রাহুলদেব বর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	আগুন		১৯৮৮
গুঞ্জনে দোলে যে ভ্রমর	শচীন দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
গুটেন মর্গেন বঁন-জর (বঁজো)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শ্যাম চক্রবর্তী	দুষ্টু প্রজাপতি		১৯৬৭
চারিদিকে পাপের আঁধার	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
চিরদিনই তুমি যে আমার	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অমরসঙ্গী		১৯৮৭
চেয়েছি যারে আমি	বাসুদেব চক্রবর্তী	মুকুল দত্ত	প্রার্থনা		১৯৮৪
চোখে চোখ রেখে তোমার দুচোখ পূজোর প্রদীপ হলে	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রক্তজবা	মুক্তি পায়নি	১৯৮৫
চোখেতে শাওন গায় গুন গুন	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	জ্যোতি		১৯৮৮

চোখের আলোয় দেখেছিলাম	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
চোখের জলের হয় না কোন রঙ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		পূজা	
চল যাই চলে যাই	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	১৯৭৭
চল রে চল সবে ভারত সন্তান	সত্যজিত রায়	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঘরে বাইরে		১৯৮৫
ছেড়ো না ছেড়ো না হাত সহঃ সাবিনা ইয়াসমিন	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্যায় অবিচার		১৯৮৫
ছলকি ছলকি মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	দুষ্টু প্রজাপতি		১৯৬৭
জানি যেখানেই থাকো এখনও তুমি	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	তুমি কত সুন্দর		১৯৮৮
জীবনের শেষ গান	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়		টাইগার	অসমাপ্ত	
জন জন জন জন্মদিন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মধ্যরাতের তারা		১৯৬০
জড়িয়ে ধরেছি যারে	বাসু মনোহারী	মুকুল দত্ত		পূজা	
জানা অজানা পথে চলেছি সহঃ আশা	রাহুল দেববর্মণ	স্বপন চক্রবর্তী	ত্রয়ী		১৯৮২
ঠিক সাড়ে পাঁচটা যেই বেজেছে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিমান		১৯৮৬
ডাকে লোকে আমাকে ক্লাউন	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
ঢলে যেতে যেতে রাত বলে যায় সহঃ আশা ভোঁসলে	স্বপন জগমোহন	মুকুল দত্ত	লাল কুঠী		১৯৭৮
তাক ধিন ধিন তা সহঃ ইলা বসু।	গোপেন মল্লিক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সাবরমতী		১৯৬৯
তারে আমি চোখে দেখিনি	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত	পূজা		
তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	তুমি কত সুন্দর		১৯৮৮
তোমায় পড়েছে মনে	বাসু মনোহারী	মুকুল দত্ত	পূজা		১৯৮২
তোমরা যতই আঘাত কর	বাপী লাহিড়ী	ভবেশ কুণ্ডু	গুরুদক্ষিণা		১৯৮৭
তবু বলে কেন সহসাই থেমে গেলে কি বলিতে এলে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৭০
তুমি আমার আশা	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আশা ভালবাসা		১৯৮৯
তুমি মা আমাকে	অজয় দাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমরকণ্টক		১৯৮৬
তুমি যে প্রেমের সহঃ চন্দ্রাণী মুখো	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নিশান		১৯৭৮
দিন যদি হল অবসান	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
দিনের শেষে ঘুমের দেশে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
দেখলে কেমন তুমি খেল	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্যায় অবিচার		১০৮৫
দু চোখে রজনী তবু দিন গুণি	অরুণ-রবীন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ওরা চারজন		১৯৮৮
দুজনেতে লেখা গান সহঃ আশা	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিমান		১৯৮৬

BANGLADARSHAN.COM

ভোঁসলে					
দুস্তর পারাবার পেরিয়ে চঞ্চল মন চলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মধ্যরাতের তারা		১৯৬০
দ্রামা দ্রিমি দ্রিম	রবীন্দ্র জৈন	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	হরিশচন্দ্র শৈব্যা		১৯৮৪
নটবর নাগর তুমি করো না মস্করা	বাপী লাহিড়ী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আশা ভালবাসা		১৯৮৯
নাই নাই এ আঁধার থেকে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	মোহানার দিকে		১৯৮৩
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী	অমিতকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	১৯৮০
নারী চরিত্র বেজায় জটিল ওরা কোন ল মানে না	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১
নীল নীল আকাশে	হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর	মিঠু মুখোপাধ্যায়	আশ্রিতা		১৯৯০
নজর দিও না	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	উর্বশী		১৯৮৮
নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে	কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত	পূজা		
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
পাগলু রে পাগলু পাগলা হওয়া তো	মানস মুখোপাধ্যায়	শ্যামল চট্টোপাধ্যায়	বান্ধবী		১৯৮৯
পারি না সহিতে না পারি কহিতে	স্বপন জগমোহন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	জ্যোতি		১৯৯৮
পাঁচ গোলেরই খদ্দের নয় এক গোলেতে	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরঙ্গ		১৯৮৮
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা জগতের আলো	কানু ভট্টাচার্য	রঞ্জিত দে	বউমা		১৯৮৬
পৃথিবী বদলে গেছে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আনন্দ আশ্রম		১৯৭৭
পথের শেষ কোথায়	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
পুরানো সেই দিনের কথা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
প্রাণভরা স্বপ্ন সহঃ আরতি মুখোঃ	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নিশান		১৯৭৮
প্রেম বড় মধুর	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে	স্বপন চক্রবর্তী	স্বপন চক্রবর্তী	সুরের আকাশে		১৯৮৮
ফিরে এল না আর সে চলে গেল যে।	কানু ভট্টাচার্য	রঞ্জিত দে	বউমা		১৯৮৬
ফিরে যাও ফিরে যাও এখনও সময় আছে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পদ্মগোলাপ		১৯৭০
ফুলকলি রে ফুলকলি সহঃ আশা	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান		১৯৮১
ফোটে যে রক্ত গোলাপ চিরদিনই তার	অজয় দাস		লালমহল		১৯৮৬
বাবা ও খোকা	রাহুল দেববর্মণ	মুকুল দত্ত			
বাবুসাব বানিয়ে দিল আমায় জমিন্দার	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পাপপুণ্য		১৯৮৭
বিধির বন্ধন কাটবে তুমি	সত্যজিত রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঘরে বাইরে		১৯৮৫
বিপিনবাবুর কারণ সুধা	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৪
বোম ভোলে	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	উর্বশী		১৯৮৮

বুকের আগুন নেভায় না চোখের জলের	চন্দন রায়চৌধুরী	শেখর সরকার	কাগজের নৌকা		১৯৯১
বুঝতে নারি নারী কি চায়	সত্যজিত রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর??	ঘরে বাইরে		১৯৮৫
বন্ধ দ্বারের অন্ধকারে থাকব না সহঃ আশা ভোঁসলে	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাজকুমারী		১৯৭০
বম চিক বম চিক	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
বল হরি হরি বোল মরে গিয়ে তরে গেছে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শেষ থেকে শুরু		১৯৬৮
বল হরি বোল হরি বোল (কালীরামের)	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অনুসন্ধান		১৯৮১
বহুদূর থেকে এ কথা দিতে এলাম উপহার	গৌতম বসু	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	হীরক জয়ন্তী		১৯৯০
ভালবাসা ছাড়া আর আছে কি	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পাপপুণ্য		১৯৮৭
মঙ্গলু আমি জংলী আমি পাহাড় দেশে থাকি	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	পাপপুণ্য		১৯৮৭
মাধবী ফুটেছে ওই, তারা সব উঠেছে ওই	শচীন দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
মায়াবনবিহারিণী হরিণী	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
মোর স্বপ্নেরই সাথী তুমি কাছে এসো	শচীন দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আরাধনা		১৯৭৮
মন জানালা খুলে দে না	বাসু মনোহারী	মুকুল দত্ত	পূজা		
মনে না রঙ লাগলে পরে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বন্দী		১৯৭৮
মনে পড়ে সেই সব দিন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	স্বর্ণতৃষা		১৯৯০
মনে হয় স্বর্গে আছি শেকড় ছাড়া গাছ	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বন্দী		১৯৭৮
যখন আমি অনেক দূরে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
যদি তারে নাই চিনি গো	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
যদি হই চোরকাঁটা ওই শাড়ীর ভাঁজে সহঃ আশা ভোঁসলে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অমানুষ		১৯৭৪
যে কথা মনের কথা জানি না কেন	অসিত গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মানসী		১৯৯০
রুই কাতলা ইলিশ তো নয়	রাহুল দেববর্মণ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্যায় অবিচার		১৯৮৫
রাখাল চন্দ্র মাতাল	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		আলেখ্য	
শিঙ নেই তবু নাম তার সিংহ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লুকোচুরি		১৯৫৮
শিখতে তোমায় হবেই ছাড়ব না	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	ওগো বধূ সুন্দরী		১৯৮১
শিলং এর পাইন বনে বনে কত রঙ	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌন মুখর		১৯৮৭
শুধু একটুখানি চাওয়া আর একটুখানি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লুকোচুরি		১৯৫৮
শুন শুন গো সবে শুন দিয়া মন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	কবিতা		১৯৭৭
সুখেও কেঁদে ওঠে মন	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মিলন তিথি		১৯৮৫

সিগারেট নহ তুমি সুইট পরী	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
সুন্দরী গো সুন্দরী দল বেঁধে আয় গান ধরি	শচীনদেব বর্মণ	মোহিনী চৌধুরী	সমর		১৯৫০
সে যেন আমার পাশে আজও জেগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		পূজা	
সে তো এল না এল না কেন এল না	রাহুলদেব বর্মণ	মুকুল দত্ত		পূজা	
সেই তানপুরা আছে ছিঁড়ে গেছে তার	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌন মুখর		১৯৮৭
সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পূজা	
সরস্বতীর সেবা করি অন্ন যে তাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	লুকোচুরি		১৯৫৮
সঘন গহন রাত্রি বহিছে শ্রাবণ ধারা	রবীন্দ্রসঙ্গীত				
স্বপ্ন এমন করে সত্যি হয়ে যাবে	অসিত গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মানসী		১৯৯০
স্বপ্নের যদি আর কোন নাম দাও	অসিত গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	মানসী		১৯৯০
হো রে রে রে সে এক রাজার ঘরে রাত	বাপী লাহিড়ী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রতিদান		১৯৮৩
হাওয়া মেঘ সরায়ে ফুল ঝরায়ে	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
হে প্রিয়তমা আমি তো তোমায় হৃদয়	কিশোরকুমার	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		পূজা	
হে জোরে চল	বাপী লাহিড়ী	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	দুজনে		১৯৮৪
হয় তো আমাকে কারও মনে নেই	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রতিশোধ		১৯৮১

।

BANGODARSHAN.COM